R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১৯শে জুন, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

পুলিশের গুলিতে বিড়ি শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় জেলাশাসক পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে গত ১২ জুন দুপুরে প্রায় হাজার খানেক বিক্ষুব্ধ বিড়ি শ্রমিকের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ওরা বোমা ও পাথর ছুড়লে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এতে চারজন আহত হন। ওদের হাসপাতাল নিয়ে যাবার পথে মজিবুর সেখ নামে একজন মারা যান। বাকী তিনজন খুসমহম্মদ সেখ, সাজাউল সেখ ও রফিক সেখকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে খুসমহম্মদকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। এরা সকলেই বৈষ্ণবডাঙ্গার লোক। ক্ষিপ্ত জনতার বোমা ও পাথরের আঘাতে পাঁচ পুলিশ কর্মীর মধ্যে এস, আই সজল বড়াল, এ এস আই কার্তিক সাহা, কনষ্টেবল তপন চন্দ্র ও দু'জন হোমগার্ড আহত হন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

জলের কানেকশন দেয়া নিয়ে জঙ্গিপুর পারে পুর তুঘলকি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারে পুর এলাকায় জলের কানেকশন দেয়া নিয়ে পুর-বাসীদের মধ্যে নানা ধরনের অভিযোগ উঠছে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মতো এলাকায় নতুন-ভাবে কানেকশন শুরু হলেও কাজের কোন গতি নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নাকি ঠিক-ভাবে কাজ করছে না। আবার কোন কোন কাউন্সিলারের মতে আর বেশী কানেকশন দেয়া যাবে না ইত্যাদি। এদিকে কানেকশন চার্জের পারদ ওঠানামা করতেই আছে। (২য় পৃঃ)

সোনোগ্রাফী করে চার মাসের শিশু পুত্রের পেটে ভ্রূণ ধরা পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাখালীপাড়া গ্রামের আসিকুল সেখের চার মাসের শিশু পুত্র রুবেল সেখ বেশী খাচ্ছে। মাসে এক কেজির চার প্যাকেট আমুল তার জন্য বরাদ্দ করেও মা মহাসিনা বিবি তাল করতে পারছেন না। আর খাওয়ার জন্য কান্নারও কমতি নেই। পেটটাও দিনের দিন বড় হচ্ছে। অবশেষে জঙ্গিপুর হাসপাতাল। সেখানে ডাক্তাররাও অবাক। ডাক্তার ডি, ভৌমিক জানালেন—'এখানে আলট্রা সোনোগ্রাফী করে শিশুটির পেটে একটা মাংস পিন্ড দেখা যায়। ডাঃ প্রতাপ সাহার সন্দেহ ওটা ভ্রূণও হতে পারে। তাই বহরমপুরে বড় মেসিনে সোনোগ্রাফী করার জন্য পাঠিয়েছি।' ১১ জুন বহরমপুরের রিপোর্টে (শেষ পৃষ্ঠায়)

তরুণ বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলকে আর্সেনিকমুক্ত করতে রাসায়নিক ওষুধ 'আর্সেনিল' আবিষ্কৃত হ'লো। আবিষ্কারক রঘুনাথগঞ্জের ছেলে শীর্ষেন্দু শুকুল। দু' বছরের গবেষণায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই আবিষ্কার এখনও বাজারজাত না হলেও শীঘ্রই তা খোলাবাজারে (শেষ পৃষ্ঠায়)

এক কর্মীর হাতে হেড অফিসের পোষ্টমাষ্টার প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ জুন রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের সাব সেভিংস্ লেজার ক্লার্ক অমল হালদারের হাতে পোষ্টমাষ্টার তুলসীচরণ মন্ডল প্রহৃত হন। জানা যায়, মেল সেকশনের কর্মী অশোক দাস মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ছুটি নেয়ায় অমল হালদারকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

দমকল আসার আগেই তিনটি দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১১ জুন রাত প্রায় একটার পর জঙ্গীপুর পুর এলাকার ফতেখার জঙ্গলের নুরুল ইসলামের বাড়ীর তিনটি দোকান ঘর থেকে আগুন বেড়িয়ে আসতে দেখে সাধারণ মানুষ জেগে ওঠে। হৈ চৈ পরে যায়। তিনটি দোকানের মালপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি ঘরের ছাদের তির বরগা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আষাঢ় বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ সতর্কতা প্রয়োজন ॥

সংবাদ মাধ্যম সম্বন্ধে বহু নিন্দাবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই নিন্দাবাদ বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনকে উপলক্ষ্য করিয়া করা হয়। সংবাদের সত্যতা থাকিলেও কোনও দলের (ক্ষমতায় থাকা বা না থাকা) ভাবমূর্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, সংবাদ মাধ্যমের শ্রাদ্ধকর্ম শুরু হয়। সাংবাদিকরা মিথ্যাবাদী, মতলববাজ, সরকার তথা কোনও বিশেষ দলের সম্বন্ধে বিরাগ-মনোভাবাপন্ন ইত্যাদি অনেক মধুবর্ষী কথা বলা হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কিছুটা শিথিল সময় বিশেষে হইয়া যায়, এইরূপ সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অস্ত্রধারী পাহারাদারেরা কড়া নজরদারিতে ঢিল দিয়া কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহাতে মহাকরণের বিপদাপদ সম্ভাবনা দূর হইয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনও কারণ নাই ; বরং দুর্ভাবনা অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে। সাংবাদিকেরা মহাকরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিরূপ রহিয়াছে, দেখিবার জন্য সম্প্রতি শেষ রাত্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা উপরিলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বেশ কিছুদিন হইল, এই রাজ্যে অননুমোদিত মসজিদ ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিতে নানা বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও তাঁহার মন্তব্যাদি নাকি পরিবর্তন করেন বলিয়া জানা যায়। কারণ অবশ্যই জড়িত ছিল। তাহা হইতেছে, ভোটবাক্সের বিষয়। এই ভোটবাক্স পূর্ণ ও নিশ্চিত থাকুক, ইহা আজ এই রাজ্যের যে কোনও দল চাহিতে পারে।

রাজ্যের মন্ত্রীপর্যায়ের সাম্প্রতিক কথা হইতে জানা যায় যে, এখানে মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কাজ হয় না। বি এস এফ-এর তরফ হইতে যে অভিযোগ, তাহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সীমান্ত জেলার মানুষের সঙ্গে সন্নিহিত এলাকার মানুষের আলাপ-সৌহার্দ থাকায় তাঁহাদের দ্বারা দেশবিরোধী কাজকর্ম হয় না বলা হইয়াছে ; বরং ইহা নাকি শহরবাসী মানুষের দ্বারা সম্ভব।

আবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফ হইতে রিপোর্ট যে, রাজ্যে বহু অননুমোদিত মসজিদ ও মাদ্রাসা, যাহা সীমান্ত লাগোয়া, সেখানে নাকি জেহাদি হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গভীর রাত্রে আয়োজিত জলসায় ভারত-বিরোধী কথা প্রচার করা হয় বলিয়া খবরে প্রকাশ। অবশ্য এই সব রিপোর্টকে মূল্যহীন বা অপপ্রচারমূলক এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বার্থবাহী বলিয়া নস্যাৎ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি দেশের নিরাপত্তা কোনও ক্রমে বিঘ্নিত হউক, ইহা ক্ষমতাসীন দল বা আর কোনও দল চাহিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সতর্ক থাকা অতি অবশ্য প্রয়োজন।

মানুষের জন্ম দাও

স্মরণ দত্ত

আদুল গায়ে ছেলে কোলে ঢেঁকি
পাড়ত যে মা
সে এখন
রঙিন ঠোঁটের স্বল্প পোশাকে দ্বিতীয়
পুরুষে ব্যস্ত
এক নতুন মা ভূমিষ্ঠ হও।

মরা গাঙে রক্ত বানে জোয়ার আনত যে যুবক
সে এখন
উদভ্রান্ত মেজাজে ক্ষয়িষ্ণুতার ধারাপাত
লিখছে
এক নতুন যুবক ভূমিষ্ঠ হও।

জীবনের আদর্শলিপির পুনর্মুদ্রণ করে
চলত জীবনভর যে শিক্ষক
সে এখন
হাটে-বাজারে সবচেয়ে বড় সমঝদার
ব্যবসাদার
এক নতুন শিক্ষক ভূমিষ্ঠ হও।

ঘরের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে পরের মৃত্যুতে
প্রাণ দিত যে চিকিৎসক
সে এখন
বিত্তের নৌকোয় পা ছড়িয়ে বসে অর্থের
নুন বাদাম চিবোচ্ছে।
এক নতুন চিকিৎসক ভূমিষ্ঠ হও।

বটবৃক্ষ হয়ে কত প্রাণে কত চেতনে
সমীরণ বইয়ে দিত যে নেতা
সে এখন
রঙবেরঙের মুখোস লাগিয়ে বহু চরিত্রের
একক অভিনয় করছে
এক নতুন নেতা ভূমিষ্ঠ হও।

শ্মশানের হাহাকারে বসন্তবাহার
এনে দিত যে বন্ধু
সে এখন
প্ল্যানচেট করে বিভীষণের কাছে ভঙ্গবিশ্বাস
নামক ব্যাকরণের তালিম নিচ্ছে
এক নতুন বন্ধু ভূমিষ্ঠ হও।

এক নতুন মানুষ ভূমিষ্ঠ হও
মনুষত্বময় মানুষের জন্ম দাও।

পুর তুঘলকি চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম দফায় জলের কানেকশন নিতে বাড়ী পিছু নির্ধারিত হয় ১৭০০ টাকা। দ্বিতীয় দফায় বাড়িয়ে হয় ২০০০ টাকা। এরপর আবার বাড়িয়ে দিয়ে করা হয় ২৬০০ টাকা। পুর কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতার অভাবে যে সব এলাকায় জলের কানেকশন হয়নি সে সব এলাকার পুরবাসীদেরও জলের টাকা জমা দিতে হয়েছে। ২০০১ এর মে জুন মাসে ২৬০০ টাকা জমা দেয়া বহু পুরবাসী আজও জলের কানেকশন পাননি। এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেলেই 'হচ্ছে হবে বা এখন কানেকশন দেয়া বন্ধ আছে' বলে একরকম পাশ কাটানো উত্তর দিচ্ছেন কাউন্সিলাররা। অথচ এর মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যবান চুপেচাপে কানেকশন পেয়েও গেছেন। এদের একজন কাউন্সিলার অর্চনা দাস। দেখা যাচ্ছে এখানে অগ্রাধিকারের কোন বালাই-ই নেই। এ দিকে ৩১ মে নাকি কাউন্সিলারদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এবার থেকে জলের কানেকশন নিতে হলে ২৬০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০০ টাকা জমা দিতে হবে এবং যাদের ২৬০০ টাকা জমা আছে কানেকশন হয়নি, তাদের বাড়তি ৪০০ টাকা জমা দিতে হবে। তবে ২৬০০ টাকা জমা দিয়ে যারা কানেকশন পেয়ে গেছেন তাদের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি বলে খবর। এই ধরনের একের পর এক তুঘলকি কান্ডকারখানা চলছে পুরসভায়। তাই পুরপতির কাছে ভুক্তভোগী পুরবাসীদের সবিনয় নিবেদন— কানেকশন চার্জে এই ধরনের পারদ ওঠা নামার খেলা আর কত দফা পুরবাসীদের দেখতে হবে ?

গ্রামে মডেল স্কুলের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২২ মে জলঙ্গী থানার ধনীরামপুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ মডেল স্কুলের উদ্বোধন হয়ে গেল। এই স্কুলের প্রধান উপদেষ্টা জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী মহঃ আবু বাক্কার সিদ্দিকী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই স্কুল। তিনি স্কুলটিকে জেলার অন্যতম মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিকের করণ,

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ক্রমিক সংখ্যা ঃ— ৯১১/বি, শি, ডব্লিউ তারিখ ২৯/৫/২০০২

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত তপঃ জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ও তপঃ জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রী নিবাস, বিমল সিনহা রোড, বহরমপুর এ অবস্থিত দুইটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস এ ভর্তির জন্য তপঃ জাতি ও আদিবাসী ছাত্র এবং ছাত্রীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে ২০০২-২০০৩ সালের জন্য।

আবেদনকারীকে সাদা কাগজে লিখিত আবেদনপত্র এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বর্ণিত তথ্যাদিসহ ১২/৮/২০০২ তারিখের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের ৩০৬ নং ঘরে রক্ষিত বক্স এর মধ্যে ফেলিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তপঃ জাতি ও আদিবাসীদের হোস্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধা ও নিয়মকানুন প্রযোজ্য হইবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম পরে অফিসের নোটিশবোর্ডে টাঙানো হইবে।

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক,
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তপশিলী জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয়

ছাত্রী নিবাস ও ছাত্রাবাসে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র।

প্রতি,

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ছবি

মহাশয়,

আমি একজন তপশিলী জাতি / আদিবাসী ছাত্র / ছাত্রী বহরমপুর কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস / ছাত্রী নিবাস থেকে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক। এই মর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। নাম
২। পিতা / অভিভাবকের নাম ঃ—
৩। জন্ম তারিখ (প্রমাণসহ) ঃ—
৪। বাসস্থানের ঠিকানা (ব্লকের নামসহ) ঃ—
৫। অধ্যয়নরত স্কুল/কলেজের নাম ঃ— (ভর্তির প্রমাণপত্রসহ)
৬। বর্তমান পাঠরত শ্রেণী ঃ—
৭। মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বর (প্রত্যয়িত মার্কশিট জেরক্স) ঃ—
৮। কোন শ্রেণীতে ভর্তি হতে চান ঃ—
৯। বহরমপুর থেকে বাসস্থানের দূরত্ব ঃ—
১০। জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র ঃ—
১১। পরিবারের মাসিক আয় (প্রমাণপত্রসহ) ঃ— (ডি, ডি, ও নিকট থেকে সরকারী কর্মচারী ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সভাপতি প, স/এম, এল, এ/এম, পি/ জিলা পরিষদ মেম্বার / চেয়ারম্যান, পৌরসভা)
১২। রেশন কার্ড জেরক্স ঃ—
১৩। দুই কপি ছবি। (এক কপি দরখাস্তে সাঁটাতে হবে, অন্য কপি দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে। প্রত্যয়িত হওয়া চাই)
১৪। অভিভাবক/পিতা বা মাতা কর্তৃক আয় ঘোষণা ঃ—

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আমার পুত্র / কন্যা শ্রী / শ্রীমতী.....
বিষয়ে বর্ণিত উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য। ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসে তার থাকার ব্যাপারে আমার সম্মতি আছে ও সবরকম নিয়মকানুন আমি এবং আমার পুত্র/কন্যা মানিতে বাধ্য থাকিবে।

পিতা / অভিভাবকের স্বাক্ষর

স্মারক নং ৩২৪(৪) তথ্য / মুর্শিদাবাদ তাং ৬/৬/২০০২

সদরঘাট কালিকা ফার্মেসীর পিছনে পুরানো দ্বিতল বসত বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুন—
০৩৪৮২-৫৩০১৩
রাত্রি ৯টা হতে ১০-৩০ টার মধ্যে।

COMPUTERISED ACCOUNTING
&
TAX CONSULTANCY
By Chartered Accountant
Contact : Samik Mukherjee
Ph : (03483) 66296

তদন্তের নির্দেশ দিলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ঘিরে রাখে। খবর পেয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনীত যাদব, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক প্রসুন ব্যানার্জী ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ধুলিয়ান থেকে দমকলবাহিনী এসে আগুন আয়ত্তে আনে। বহরমপুর থেকে জেলাশাসক মনোজ পন্থ ও পুলিশ সুপার বীরেন্দ্র কিছু সময় মধ্যে ঘটনাস্থলে চলে আসেন। জানা যায়, পতাকা বিড়ি কোম্পানীর রাজগ্রাম ব্রাঞ্চ ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত ৩২ জনের মধ্যে ১২ জন মুন্সী বিড়ি শ্রমিকদের কাছ থেকে পি এফের টাকা আদায় করেও তারা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সে টাকার বেশীর ভাগই জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করে। এটাই গন্ডগোলের প্রধান উৎস। এই নিয়ে সুতী থানায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও হয় কয়েকবার। কিন্তু কোন ফয়সালা হয় না। এই নিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ঘটনার দিন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঐদিন প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক সাতজন বিড়ি মুন্সীকে বৈষ্ণবডাঙ্গার বিড়ি মুন্সী নুরে ইমান সেখের বাড়ীতে আটক করে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই খবর পার্শ্ববর্তী গ্রাম খান্দুয়া বীট হাউসে পৌঁছলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ও ইট ছুঁড়তে থাকে। এতে পাঁচ পুলিশ কর্মী আহত হন। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালালে চারজন আহত হন। এদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে মজিবুর সেখ নামে একজন মারা যান। পুলিশ এই ঘটনায় বিড়ি মুন্সী নুরে ইমান সেখসহ ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। বাকী মুন্সীরা গ্রাম ছাড়া। গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুলিশ অযথা এলোপাথারি গুলি করে বলে সুতীর বিধায়ক জানে আলম সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শাসক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দায়িত্ব দেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক পুনীত যাদব জানান, মৃত মজিবুর সেখের পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট আমি পেয়ে গিয়েছি। আরো কিছু তদন্ত বাকী আছে। ঠিক সময় রিপোর্ট জমা দিয়ে দেব। পুলিশের গুলিতে মৃত মজিবুরের ক্ষতি পূরণের দাবীতে গত ১৭ জুন এস ইউ সি আই এর এক বিশাল মিছিল মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে দু'পক্ষের হাতাহাতিতে সভা ভণ্ডুল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ জুন সাগরদীঘির মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে এক সভায় প্রধানের কাষ্টিং ভোটের বৈধতা নিয়ে সি পি এম এবং কংগ্রেসের পক্ষে পঞ্চায়েত সচিবের বাক্‌বিতণ্ডা শেষে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। দু'পক্ষের দুটি অভিযোগ সাগরদীঘি থানায় জমা পড়ে। জানা যায়, আইনের মারপ্যাঁচে দীর্ঘদিন অকেজো থাকার পর মাস চারেক আগে মনিগ্রামে কংগ্রেস বোর্ড পঞ্চায়েতের দায়িত্ব পেলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে পর পর ডাকা দুটি সভাই নাকি বানচাল হয়ে যায়। গত ১২ জুন গ্রুপ কনভেনার পাল্টানোর সভায় ২২ সদস্যের মধ্যে সিপিএমের ১০ ও কংগ্রেসের ১২ জন সদস্য হাজির থাকলেও কংগ্রেসের ফারুক মিঞা সিপিএমকে সমর্থন করায় দু'পক্ষ সমান সমান হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে '৩২ ক' ধারা প্রয়োগ করে প্রধানের কাষ্টিং ভোটের বৈধতা নিয়ে পঞ্চায়েত সচিবের মদতে কংগ্রেস ও সিপিএম সদস্যদের মধ্যে গন্ডগোল ও হাতাহাতিতে সভা ভন্ডুল হয়ে যায়। সাগরদীঘি থানায় দু'পক্ষ দুটি এফ আই আর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএমের এক বিক্ষোভ সভায় ঐ দিন বক্তব্য রাখেন মোহন চ্যাটার্জী ও বিমল দাস।

তিনটি দোকান পুড়ে ছাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুড়ে গিয়ে ছাদ ঝুলে পড়ে। দোকানগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলেও কিভাবে আগুন লাগলো পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধুলিয়ান থেকে দমকল এসে আগুন আয়ত্তে আনলেও কোন দোকানেরই জিনিষপত্র বাঁচাতে পারেনি। আরো জানা যায় —ঘরগুলির প্রথমটিতে ছিল জিন্নাত সেখের ক্যাসেট, ভি, সি, পি, টিভি এবং ব্যাটারী মেরামতের দোকান। দ্বিতীয় দোকান বাড়ির মালিকের ছেলে রমজান সেখের সাইকেল মেরামতের। তৃতীয় দোকানও মালিকের ছেলে বাবুল সেখের মুদিখানার। তিনটি দোকানই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দমকলবাহিনীর কর্মীদের অভিমত ব্যাটারীর দোকান থেকেই আগুনের উৎপত্তি।

পোষ্টমাষ্টার প্রহৃত (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ সেকশনে কাজ করার নির্দেশ দেন পোষ্টমাষ্টার। কিন্তু অমল ঐ সেকশনে কাজে যাবেন না বলে আপত্তি করেন। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলাকালীন অমল হালদার পোষ্ট-মাষ্টারকে তাঁর চেম্বারের মধ্যেই মারধোর শুরু করে দেন। পোষ্টমাষ্টার বাধা দিতে গিয়ে ডান হাতের একটি আঙ্গুলে ভীষণভাবে আঘাত পান। তুলসীবাবু সমস্ত ঘটনা সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানান। সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্মিটির নামে থানায় এফ আই আর করতে বলেন। খবর পেয়ে ন্যাশানাল ইউনিয়নের জেলা নেতা মানিক দে গত ১৫ জুন এখানে আসেন। শেষে ইউনিয়নের চাপে পোষ্টমাষ্টার থানা পর্যন্ত যেতে পারেননি বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, কয়েকমাস আগে কান্দী হেড পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার এক কর্মীর হাতে প্রহৃত হয়ে ইউনিয়নের চাপে তিনিও কোন এফ আই আর করেননি।

ভ্রূণ ধরা পড়লো (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেল ডাঃ সাহার সন্দেহ সঠিক। শিশুটির পেটে একটি ভ্রূণের উৎপত্তি হয়েছে, তাই খাদ্যের এত চাহিদা। জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা রুবেল সেখকে কোলকাতা পি জি হাসপাতালে পাঠানর ব্যবস্থা করছেন বলে খবর।

তরুণ বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিনতে পাওয়া যাবে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, শীষেন্দু রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল, জঙ্গিপুর কলেজ থেকে পাঠ শেষ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।